দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

12

মেডিক্যাল ভার্সিটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত

রুহুল গনি জ্যোতি ঃ দেশে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত বর্তমানে প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পথে। এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে একটি খসড়া অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত খসড়া অধ্যাদেশ গৃহীত হলে গাজীপুর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত স্থানে নতুন এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলে জানা গেছে।

নবপ্রতিষ্ঠিত এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ধরনের মেডিক্যাল শিক্ষা ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। নীতি-নির্ধারণ, শিক্ষার মান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদপত্র প্রদান প্রভৃতির জন্য দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন থাকবে। তবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডেন্টাল ও নার্সিং কলেজগুলি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে।

দেশে বর্তমানে ১৩টি সরকারী ও পাঁচটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে স্নাতক পর্যায়ে এবং ছয়টি সরকারী ও তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মেডিক্যাল শিক্ষা

(৮-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

মেডিক্যাল ভার্সিটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেয়া হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভর্তি নীতিমালা পরীক্ষা, শিক্ষক ও ছাত্র নির্বাচন, নিয়োগ ও বদলি এবং শিক্ষা উপকরণ, লাইব্রেরীতে বই, জার্নাল, সরবরাহ প্রভৃতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোর্স কারিকুলাম তৈরী ও নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল। একাডেমিক কারিকুলাম, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদপত্র প্রদান করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ত্রিমুখী এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বর্তমানে দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা এক জটিল পরিস্থিতির শিকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক ও প্রশাসনিক কোন স্বাধীনতা নাই। যে কোন সামান্য কারণে এসব প্রতিষ্ঠানকে মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের শরণাপন্ন হতে হয় ও অনুমোদন নিতে হয়।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের স্বল্পতা, ঘন ঘন শিক্ষক বদলি, সরকারী, ব্যবস্থাপনায় আর্থিক বরাদ্দের স্বল্পতা ও জটিলতার কারণে দেশের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও সেবার মান ধীরে ধীরে অবনতি ঘটছে। ফলে অনেক রোগী দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছেন।

এসব দিক বিবেচনা করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় দেশের মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহের স্বায়ত্তশাসন ও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গত ২৫ জুন একটি কমিটি গঠন করে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে গঠিত ২৫ সদস্যের এই কমিটিকে ৬ মাসের মধ্যে দেশে মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহের স্বায়ত্তশাসন এবং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়।

উক্ত কমিটির গত ১২ জুলাই অনুষ্ঠিত সভায় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা কি হবে ও তার আওতায় মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহের সম্পর্ক কি হবে তা আলোচনা করে একটি খসড়া অধ্যাদেশ তৈরির জন্য ৮ সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটি এ মাসের শুরুতে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় খসড়া অধ্যাদেশ প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে। শীঘ্রই খসড়া অদ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হবে।